

ব্যবসায়ে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

Ethics in Business and Social Responsibilities

যদিও ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন তবু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি মেনে চলতে হয়। সমাজ ও ব্যবসায় সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে ব্যবসায়ী ও ব্যবসায় উদ্যোক্তাকে সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লাগন ও পালন করতে হয়। এ অধ্যায়ে আমরা ব্যবসায়ে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারব।



পরিবেশ দূষণ

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা –

- ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- রাষ্ট্র, সমাজ, ক্রেতা ও কর্মচারীদের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতারস্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- ব্যবসায়ের কারণে বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ ও ভূমি দূষণের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- পরিবেশ দূষনরোধে ব্যবসায়িক দায়বদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করতে পারব;
- বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক উন্নয়ন কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারব।

ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধারণা (Concept of Business Values and Ethics)

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শব্দ দুটির ধারণা প্রায় অবিচ্ছেদ্য। যে জ্ঞানবোধ এবং আচরণ সমাজ মূল্যবান ও অনুকরণীয় মনে করে তাকেই মূল্যবোধ বলে অভিহিত করা যায়। মূল্যবোধ ও নৈতিকতাবোধ মানুষকে ন্যায়-অন্যায়, ঠিক-বেঠিক, ভালো-মন্দে মধ্য পার্থক্য চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। এটি মানুষের জীবনে ইতিবাচক, মজ্জলময় ও কল্যাণময় দিকের নির্দেশনা দেয়। অন্যায় থেকে ন্যায়, অধর্ম থেকে ধর্ম, অসত্য থেকে সত্য, অনুচিত থেকে উচিত পৃথকীকরণ বা নিরূপণের ক্ষমতা নৈতিক নীতিবোধ থেকে আসে। একটি সুন্দর সুখী সমাজ গঠন এবং দেশের জনগণের জন্য নৈতিক আচরণবিধি অনুসরণ একান্ত আবশ্যিক।

নৈতিকতা (Ethics)

নৈতিকতা শব্দটি গ্রিক শব্দ ইথস (Ethos) শব্দ হতে উদ্ভব হয়েছে। যার অর্থ মানব আচরণের মানদণ্ড। নৈতিকতা মানুষের দৈনন্দিন কাজ-কর্মের সাথে জড়িত। আমরা জানি একজন শিক্ষকের প্রধান কাজ হলো ছাত্র-ছাত্রীদের সুষ্ঠু পাঠ দান করা। কিন্তু পাঠ দানই শেষ নয়। তাকে দেখতে হবে ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠদান বুঝতে পারছে কি না। পড়াশোনায় মনোযোগী না অমনোযোগী, বাড়ির কাজ ঠিকমতো করছে কি না তা দেখা এবং ভুল সংশোধন করে দেওয়া প্রভৃতি কাজগুলো শিক্ষকের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। শিক্ষকের ন্যায় ছাত্র-ছাত্রীদেরও কিছু নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে যেমন- যথাসময়ে স্কুলে যাওয়া, বাড়ির কাজ করা এবং শিক্ষকের আদেশ নির্দেশ মেনে চলা ইত্যাদি। নৈতিকতা বলতে মানুষের ভালো-মন্দের বিচার-বিশ্লেষণ করে সঠিকটি গ্রহণ করাকে বোঝায়। শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন নৈতিকতার অংশ।

ব্যবসায় নৈতিকতা (Business Ethics)

একটি ব্যবসায়ের ধারণা চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে এটি সফলভাবে পরিচালনার সাথে অনেক কাজ জড়িত। এসব কাজ সুন্দর, সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে নৈতিকতা দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। সাথে সাথে 'ব্যবসায় নৈতিকতা বা নৈতিক মূল্যবোধ' ব্যবসায় জগতে আমাদের আচরণকে সঠিক পথে পরিচালনা করে।

ব্যবসায় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজে জনগণের বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস এবং অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদা মিটানোর জন্য একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় ও চলমান থাকে। একজন ব্যবসায়ী বা ব্যবসায় উদ্যোক্তা জনগণের চাহিদা মোতাবেক পণ্যদ্রব্য উৎপাদন বা প্রস্তুত করে উৎপাদন খরচের সাথে মুনাফা যোগ করে বা অন্য ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ক্রয় করে ক্রয়মূল্যের সাথে মুনাফার পরিমাণ যোগ করে ভোক্তাদের কাছে বিক্রয় করে। ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের ব্যবধানই মুনাফা। অতিরিক্ত লাভের আশায় পণ্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে বেশি দাম ধার্য করলে তা হবে নৈতিকতার পরিপন্থী। ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু নৈতিকতা রয়েছে। যেমন পণ্যের দাম এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে তার লাভ হয় কিন্তু মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে। ব্যবসায়ী এমন পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করবে না, যা জনগণের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। অর্থাৎ জনগণ এবং ব্যবসায় উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করেই ব্যবসায় পরিচালনা করা বাঞ্ছনীয়। ব্যবসায়ের অন্য নৈতিকতাগুলো হলো—

- সততা বজায় রাখা
- ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদন ও বিপণন না করা
- গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা না করা
- মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্যদ্রব্য বিক্রি না করা
- কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করা
- বিভিন্ন ব্যবসায়িক ও শিল্প আইন মেনে চলা
- পরিবেশের ক্ষতি সাধন না করা
- জনকল্যাণে অবদান রাখা

ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Business Values and Ethics)

অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন বা অন্য কোনো কারণেই হোক ব্যবসায় অনৈতিক কার্যকলাপ দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশে ব্যবসায় নৈতিকতার প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে সন্তোষজনক নয়। প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতা উল্টালে ব্যবসায়-সংক্রান্ত অনেক নেতিবাচক খবর ও চিত্র চোখে পড়ে। মরা মুরগি কেনা-বেচা, খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল, নিম্নমানের পণ্য তৈরি বা বিক্রয়, ওজনে কম দেওয়া, ফরমালিনযুক্ত মাছ ও ফলমূল, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রং খাদ্যে মেশানো, পণ্যদ্রব্যের গুণাগুণ সম্পর্কে মিথ্যা ও অতিরিক্ত তথ্য দান, নির্মাণ কাজে নিম্নমানের দ্রব্য ব্যবহার, ওষুধে ভেজাল, চলাচলের অযোগ্য যানবাহনের রাস্তায় চলাচল ইত্যাদি ব্যবসায়ে অনৈতিক কার্যকলাপের উদাহরণ। এসব অনৈতিক কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ। ভেজাল ওষুধ খেয়ে অনেক শিশু মারা গেছে এবং অনেক শিশু অসুস্থ হচ্ছে। ভেজাল খাদ্য খেয়ে মানুষ নানা রকম ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের এসব অনৈতিক কার্যকলাপ রোধ না করা গেলে রোগাক্রান্ত মানুষদের একটি অসুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। যার ফল হবে ভয়াবহ। নিম্নোক্ত কারণে ব্যবসায়ে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

- ১। সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। অনৈতিক কার্যকলাপ ও অনৈতিক আচরণ মানুষের কাছ থেকে কাম্য নয়।
- ২। ব্যবসায়ী প্রস্তুতকৃত বা সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবা বিক্রয় করে জীবনধারণ করে। তাদের নৈতিক দায়িত্ব সঠিক পণ্য দ্রব্য বা সেবা সরবরাহ করা।
- ৩। বর্তমানে ভেজাল খাবার খেয়ে মানুষ কঠিন ও জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যার প্রতিক্রিয়াও ভয়াবহ। একমাত্র ব্যবসায় নৈতিকতা বোধ এই ভয়াবহ পরিণতি হতে রক্ষা করতে পারে।
- ৪। ওষুধপত্রে ভেজালের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওষুধ প্রস্তুতকারকদের নৈতিক আচরণই এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে।
- ৫। ব্যবসায় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের ভালো-মন্দ, কল্যাণ দেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।
- ৬। ব্যবসায়ের মূল লক্ষ্য মুনাফা অর্জন হলেও সামাজিক দায়িত্ব পালনও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজে অবহেলা বা অনীহা ব্যবসায়ের জন্য মঙ্গলময় নয়।

- ৭। ব্যবসার উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য সামাজিক দায়িত্ব পালন অপরিহার্য।
- ৮। ব্যবসায় সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে নৈতিকতার ভূমিকা অপরিসীম। নৈতিকতার সাধারণ নীতিমালা অনুসরণ করলে ব্যবসায় সিদ্ধান্তসমূহ সঠিক হবে।
- ৯। ব্যবসায়ে অনৈতিক কার্যাবলির মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হলেও এর পরিণাম কখনো ভালো হয় না। অনেক ব্যবসায় প্রথমে ভালো ফলাফল করেও অনৈতিক কার্যকলাপে নিয়োজিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।
- ১০। অনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যবসায়ীকে সবাই ঘৃণা করে। সমাজের সম্মান ও শ্রদ্ধা পেতে হলে ব্যবসায় নৈতিক আচরণ বা সত্য পথ অবলম্বনের বিকল্প নেই।

ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা ও গুরুত্ব (Concept of Social Responsibility and Its Importance)

ব্যবসার সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে মুনাফা অর্জনের সাথে সমাজের কিছু মঙ্গলময় বা কল্যাণমূলক কাজ করাকে বোঝায়। প্রাচীনকাল থেকে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জনকে ঘিরেই পরিচালিত হয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমানে এ ধারণার পরিবর্তন এসেছে। ব্যবসায় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজকে ঘিরেই এর কার্যক্রম। সমাজে বসবাসকারী জনগণের বিভিন্ন ধরনের ভোগ্য পণ্য এবং অন্যান্য পণ্য বা সেবার চাহিদা নিরূপণ করে তা প্রস্তুত বা সংগ্রহ করে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া ব্যবসার প্রধান কাজগুলোর অন্যতম। তবে সুন্দর জীবনযাপনের জন্য আরও কিছু চাহিদা থাকে যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন প্রভৃতি। ব্যয়বহুল বিধায় জনগণের নাগালের বাইরে এসব কাজ সাধারণত সরকারের দায়িত্ব বলে গণ্য করা হয়। সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান জনহিতকর কাজ যেমন- হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, স্কুল স্থাপন, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি কাজে এগিয়ে এসেছে। ব্যবসায় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের সমর্থনের উপর এর স্থায়িত্ব ও মুনাফা নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব পালন একটি নৈতিক দায়িত্ব।

প্রকৃতপক্ষে একজন ব্যবসায়ী সমাজের একজন সৃজনশীল এবং সচেতন নাগরিক। যেকোনো ব্যবসায়ী একজন সৃজনশীল, চিন্তাশীল এবং কর্মক্ষম ব্যক্তি। সমাজের কাছে থেকে যেমন তার কিছু পাওয়ার রয়েছে তেমনি তারও সমাজকে কিছু দেওয়ার রয়েছে। তার অর্জিত মুনাফার কিছু অংশ জনহিতকর কাজে ব্যয় করলে সমাজ যেমন উপকৃত হবে তেমনি তার সম্মানও বাড়বে।

কর্মপত্র-১ (দলীয় কাজ) : ব্যবসায়ীদের কী কী কারণে সামাজিক দায়িত্ব পালন করা উচিত বলে তুমি মনে করো।

১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

কেস স্টাডি

আবুল কাশেম একজন বুদ্ধিমান, সাহসী, বিশ্বস্ত এবং সৎ যুবক। পাড়ার যেকোনো সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা থাকে। স্কুলে পড়াশোনা করার মাঝে মাঝে একটি ফার্মেসিতে যাতায়াত করত। কোনো কোনো সময় ফার্মেসির মালিককে কাজে সাহায্য করত। এতে সে ফার্মেসি ব্যবসায় সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এসএসসি পাস করার পর আর পড়াশোনা করতে না পেরে তার মায়ের কিছু অলংকার বিক্রয় করে পুঁজি সংগ্রহ করে একটি ছোট ফার্মেসি স্থাপন করে। ছোটবেলায় বাবার কাছ থেকে শুনেন ছিলেন মানুষকে ঠকাবে না, কেউ পরামর্শ চাইলে সৎ পরামর্শ দেবে এবং কখনো মিথ্যা বলবে না, গুরুজনকে শ্রদ্ধা করবে, অসহায়কে সাহায্য করবে। আবুল কাশেম ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে নৈতিকতা অনুসরণ করতেন। কোনো ব্যক্তি ভালো ডাক্তারের ঠিকানা সম্পর্কে পরামর্শ চাইলে তিনি নাম বলে দিতেন, সৎ পরামর্শ দিতেন। অনেক জটিল রোগে আক্রান্ত রোগী তার পরামর্শে ভালো ডাক্তারের চিকিৎসা নিয়ে উপকৃত হয়েছে। এছাড়াও তিনি সর্বদা খাঁটি ওষুধ বিক্রয় করতেন। অতি লাভের জন্য বেশি দামে বা নকল ওষুধ বিক্রয় করতেন না। এসব কারণে অচিরেই তার মুনাফা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে তিনি একজন সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। পাশাপাশি তার ব্যবসায় সমৃদ্ধিও লাভ করে।

একসময় তার ছেলে আব্দুর রহমান ফার্মেসির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু সে অতি লাভের আশায় নকল ওষুধ বিক্রয় শুরু করে। তার দোকান থেকে ওষুধ কিনে অনেকের স্বাস্থ্যহানি হয়েছে। নকল ওষুধ বিক্রয় করায় অল্প সময়ের ভিতর সে অসৎ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ধীরে ধীরে ব্যবসায়ের সুনামহানি ঘটে ও ব্যবসায়ের বিলুপ্তি ঘটে।

কর্মপত্র ২ (দলীয় কাজ) : আবুল কাশেম ও আব্দুর রহমানের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের ধরন বিবেচনা করে তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো
<ul style="list-style-type: none"> • • • • • • •

বিভিন্ন পক্ষের প্রতি ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় জগতে ব্যবসায়ীকে নিজের মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অর্জনের পাশাপাশি অনেক পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হয়। এরা হলো রাষ্ট্র, সমাজ, ক্রেতা ও কর্মচারী। এসব পক্ষ কোনো না কোনোভাবে ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতা (Responsibility to State)

জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে ব্যবসায় পরিচালিত হোক এটাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য। ব্যবসায় স্থাপন ও অগ্রগতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জনগণের চাহিদা মেটানো হলে অর্থাৎ পণ্য বা সেবা প্রদানের পাশাপাশি নিয়মিত কর প্রদান করা হলে সরকার খুশি। ব্যবসায়কে রাষ্ট্রের প্রতি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়—

- ক. সরকারকে নিয়মিত কর ও রাজস্ব প্রদান করা।
- খ. সরকারের নিয়মনীতি যথাযথভাবে পালন করা।
- গ. কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা।

সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা (Responsibility to Society)

সমাজ থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেই ব্যবসায়ের উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটে। তবে ব্যবসায়কে সমাজের প্রতি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়।

- ক. সমাজের প্রয়োজনমত মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করা।
- খ. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- গ. বিভিন্ন জনহিতকর কাজে সহায়তা করা।
- ঘ. জাতীয় দুর্যোগে জনগণের পাশে দাঁড়ানো।
- ঙ. পরিবেশ দূষণ থেকে এলাকাকে রক্ষা করা।
- চ. পণ্যের মজুতদারি না করা।

ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি দায়বদ্ধতা (Responsibility to Customer and Consumer)

ক্রেতা ও ভোক্তাদের আস্থা ও সহযোগিতার উপর ব্যবসায়ের সফলতা নির্ভর করে। তাই ব্যবসায়ীকে নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়—

- ক. পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা।
- খ. মানসম্মত পণ্য সরবরাহ করা।
- গ. পণ্যসামগ্রী প্রাপ্তি সহজতর করা।
- ঘ. পণ্য ও বাজারসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা।

শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি দায়বদ্ধতা (Responsibility to Employees)

শ্রমিক ও কর্মচারীদের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলেই ব্যবসায়ে মুনাফা অর্জিত হয়। তাই তাদের স্বার্থকে অবহেলা করে ব্যবসায় পরিচালনা করা যায় না। ব্যবসায় উন্নতির সাথে তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি ও বোনাস প্রদান করা এবং তাদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা উচিত। একজন ব্যবসায়ীকে তার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রতি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়—

- ক. উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও আর্থিক সুবিধা দান।
- খ. চাকরির নিরাপত্তা বিধান করা।
- গ. কাজের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- ঘ. প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করা।
- ঙ. বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম (Social Activities by Different Business Organizations)

ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব বহুযুগ ধরে অবহেলিত হয়ে আসলেও বর্তমানে দেশে-বিদেশে অনেক প্রতিষ্ঠান সামাজিক কার্যক্রমে এগিয়ে এসেছে। বিভিন্ন ব্যাংক ও মোবাইল কোম্পানি তাদের সাধারণ ব্যবসায় কার্যক্রমের সাথে বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে। ডাচ-বাংলা ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক ও বিভিন্ন মোবাইল ফোন কোম্পানি যেমন-টেলিটক, গ্রামীণ ফোন, রবি, বাংলা লিংক, সিটিসেল, এয়ারটেল প্রভৃতি দারিদ্র্য বিমোচন, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার খরচ বহন, বৃত্তি প্রদান ও খেলাধুলার উন্নয়নে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। কিছু কিছু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তরুণ সমাজের প্রতিভা অনুসন্ধান ও বিকাশে এগিয়ে এসেছে। বাংলাদেশে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়িত্ব পালনের প্রবণতা বেশি দিনের নয়। আশা করা যায়, আমাদের শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণি মুনাফামুখী ব্যবসায় পরিচালনার সাথে সাথে সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক দায়িত্ব পালনে আরো এগিয়ে আসবে।

পরিবেশ দূষণ ও ব্যবসায় (Environment Pollution and Business)



শিল্প কারখানার বর্জ্য থেকে নদী দূষণ

ব্যবসায় বিশেষ করে শিল্পোন্নয়নের সবচেয়ে বড় সমস্যা পরিবেশ দূষণ। শিল্প বর্জ্য নির্গত তরল পদার্থ নদী-নালায় পড়ে পানি দূষিত করছে। বিষাক্ত পানি মাছসহ জলজ প্রাণী বাস করার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। অন্যদিকে যত্রতত্র ময়লা নিক্ষেপ ও যান বাহনের ধোঁয়া বায়ু দূষিত করে। কারখানার মেশিন ও জেনারেটরের বিকট আওয়াজে ভয়াবহ শব্দ দূষণ হচ্ছে। এছাড়া শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠার নামে অবাধে গাছ নিধন ও পাহাড় কেটে পরিবেশকে দূষণ করা হচ্ছে। আবাসনের নামে চাষের জমি হরণ, খাল-বিল ভরাট করে

আবাসন তৈরি, নদী ভাঙান, নির্বিচারে অনুপযুক্ত যানবাহন রাস্তায় চালানো ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের ব্যবহার পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী। এতে মানুষের স্বাস্থ্যহানি তো হচ্ছেই তদুপরি জীববৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে হুমকির মুখে পড়েছে।

দূষণের প্রভাবমুক্ত হতে সরকার আইন প্রণয়ন করেছে। কিন্তু আইনের প্রয়োগ যথার্থভাবে হচ্ছে না বলে পরিবেশ দূষণ বেড়েই চলছে। পরিবেশ দূষণের অন্য কারণগুলোর মধ্যে জনগণের অসচেতনতা, যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা ও ত্রুটিপূর্ণ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাও দায়ী।

তাছাড়া পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পেতে হলে গণমাধ্যমের সাহায্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, আইনের যথার্থ প্রয়োগ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতিকরণ এবং পাঠ্যসূচিতে পরিবেশ দূষণ কোর্স অন্তর্ভুক্তি একান্ত আবশ্যিক।

পরিবেশ দূষণরোধে ব্যবসায়ীদের দায়বদ্ধতা

প্রায় প্রতিটি কারখানা থেকে বর্জ্য বের হয়ে থাকে। যেমন-চামড়াজাত শিল্প, কাপড়ের রং ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ক্যামিকেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই কারখানার বর্জ্য কোনো অবস্থায় প্রবাহমান নদী, খাল-বিল বা জলাশয়ে ফেলা উচিত নয়; সেক্ষেত্রে কারখানার মালিক বা ব্যবসায়ীদের কারখানা প্রতিষ্ঠা এবং চালু অবস্থায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য প্রতিটি কারখানার বর্জ্য শোধনাগার থাকা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

কর্মপত্র-৩ (দলীয় কাজ) : ব্যবসায়ের মাধ্যমে বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ ও ভূমি দূষণের কারণ ও পরিবেশের উপর প্রভাব	
বায়ু দূষণের কারণ • • •	পরিবেশের উপর প্রভাব • • •
পানি দূষণের কারণ • • •	পরিবেশের উপর প্রভাব • • •
শব্দ দূষণের কারণ • • •	পরিবেশের উপর প্রভাব • • •
ভূমি দূষণের কারণ • • •	পরিবেশের উপর প্রভাব • • •

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

- ১। ব্যবসায় কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?

ক. অর্থনৈতিক	খ. সামাজিক
গ. রাজনৈতিক	ঘ. পারিবারিক
- ২। ব্যবসায়ীকে দীর্ঘদিন ব্যবসায়ে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন-
 - i. অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন
 - ii. পণ্যের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ
 - iii. মানসম্মত পণ্য সরবরাহ

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব ফাহিম কিশোরগঞ্জের জনবহুল এলাকা আগরপুরে “তাসনিম হাইড অ্যান্ড স্কিন” নামে একটি চামড়াজাত দ্রব্য তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। এ কারখানায় বর্জ্য নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না থাকায় সেগুলি জলাশয়ে গিয়ে পড়ে। তবে কারখানার নিকটেই তিনি শ্রমিকদের থাকার ব্যবস্থা করেন এবং নিয়মিত কর প্রদান করেন।

৩। নিয়মিত কর প্রদানের মাধ্যমে ফাহিম কোন পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন?

- | | |
|-----------|------------|
| ক. সমাজ | খ. রাষ্ট্র |
| গ. ক্রেতা | ঘ. শ্রমিক |

৪। ‘তাসনিম হাইড অ্যান্ড স্কিন’ শিল্পটি স্থাপনের ফলে-

- i. দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে
- ii. এলাকার কৃষি জমির উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে
- iii. এলাকার জলজ প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সাহিদ স্বচ্ছতার সাথে ব্যবসায় করে সীমিত মুনাফা করেন। অপরদিকে তার বন্ধু নাদিম চাকচিক্যের আড়ালে ভেজাল ও নিম্নমানের পণ্য বিক্রয় করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। পণ্যের বাহ্যিক চাকচিক্যের কারণে ক্রেতার নাদিমের দোকানে ভিড় করে। সাহিদ নাদিমের চেয়ে কম অর্থ উপার্জন করলেও মানসিকভাবে অনেক সুখী।

ক. 'ইধস' শব্দের অর্থ কী ?

খ. 'পণ্যের মজুতদারি না করা'—কোন ধরনের দায়বদ্ধতা? ব্যাখ্যা করো।

গ. সাহিদের মানসিক প্রশান্তির কারণটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. নাদিম বর্তমানে প্রচুর মুনাফা করলেও ভবিষ্যতে ব্যবসায়ে টিকে থাকবে কি? এ ব্যাপারে তোমার মতামত দাও।

- ২। জনাব আলী গাজীপুরের গজারি বন এলাকায় গাছপালা কেটে ৫০০ একর জমির উপর 'নাদিম ফার্মা' নামে ওষুধ শিল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন। পরবর্তীতে পরিবেশবাদী বন্ধুর পরামর্শে পার্শ্ববর্তী খালি জায়গায় প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। তার প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত ওষুধ দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রপ্তানি হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে বিভিন্ন পদে ২০০০ লোক কর্মরত রয়েছে।

ক. কল-কারখানায় নির্গত কালো ধোঁয়া পরিবেশের কী দূষণ করে?

খ. ব্যবসায়ের নৈতিকতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

গ. "নাদিম ফার্মা" প্রতিষ্ঠানটি জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কীভাবে সহায়তা করছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. কারখানা স্থাপনের জন্য জনাব আলীর প্রথম সিদ্ধান্তটি মূল্যায়ন করো।